Department of Patents, Industrial Designs and Trademarks

Ministry of Industries

THE GEOGRAPHICAL INDICATION (GI) JOURNAL

পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
ডকেট নং- তাং-
(ক) পরিচালক (প্রঃ ও অর্থ)
(খ) পরিচালক (পেঃ ও ডিঃ)
(গ) পরিচালক (ট্রেডমার্কস)
(ঘ) পরিচালক (ডাব্লিউটিও)
(ঙ) পরিচালক (জি আই)
(চ) সিস্টেম এনালিস্ট
(ছ) উপপরিচালক (প্রঃ ও অর্থ)
মহাপরিচালক

"গাজীপুরের কাঁঠাল"

GI Journal No. 46

Published on : 02SEP 2024

www.dpdt.gov.bd

Department of Patents, Industrial Designs and Trademarks
Shilpa Bhaban, 91 Motijheel, Dhaka, Bangladesh

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন আবেদনের পদ্ধতি

১। আবেদনপত্র ঃ

(১) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেকটি আবেদনপত্র নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত ফিসহ এক শ্রেণির পণ্যের জন্য জিআই ফরম-০১ (এক) এবং একাধিক শ্রেণির পণ্যের জন্য জিআই ফরম-০২ (দুই) এ আবেদন করিতে হইবে।

(২) প্রতিটি আবেদনপত্র আবেদনকারী তারিখ উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) প্রতিটি আবেদনপত্রের তিন কপির সহিত অতিরিক্ত পাঁচ কপি প্রতিলিপি দাখিল করিতে হইবে।

(৪) প্রতিটি আবেদনপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্যের পাঁচটি নমুনা দাখিল করিতে হইবে।

২। ফি ঃ

(১) ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে তফসিল-০১ এ উল্লিখিত ফি অনুসারে ফি প্রদান করিতে হইবে।

(২) ফি মহাপরিচালক বরাবর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাইবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে দলিল দাখিলের জন্য ফি প্রদেয়, সেই ক্ষেত্রে ফি প্রদান ব্যতিরেকে বা অপর্যাপ্ত ফি পরিশোধ করা হইলে, উক্তরূপ দলিলাদি বিধিসম্মতভাবে দাখিল করা হয় নাই বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৩। ভাষা ঃ

(১) সকল আবেদনপত্র বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষায় লিখিত হইতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রের কাগজ ও কালি পাঠযোগ্য, টেকসই, স্থায়ী প্রকৃতির ও উন্নতমানের হইতে হইবে।

৪। আবেদনপত্রে স্বাক্ষর ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের আবেদনপত্র এবং অন্যান্য দলিল নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) ব্যক্তিসংঘ বা উৎপাদনকারী সংগঠনের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ;

(খ) কোন কর্পোরেট বডি, আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে, উক্তরূপ বডি বা সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে উহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা সচিব অথবা প্রধান কর্মকর্তা ;

(২) স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরের নিম্নে-

(ক) তাহার পদবি বা পদমর্যাদা ; এবং

(খ) বাংলা বর্ণে অথবা বড় হাতের ইংরেজি বর্ণে, তাহার পূর্ণাঙ্গ নাম ; স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৫। আবেদনপত্রে ব্যবহারকারীর বিবৃতি ঃ

কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অথবা পণ্যের বৈধ ব্যবহারকারী হিসাবে নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেক আবেদনপত্রে পণ্যটি কোন সময়কাল হইতে কাহার দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার একটি বিবরণী থাকিতে হইবে।

৬। আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত তথ্য ও দলিলাদি ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে এবং উহার সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্য ও দলিলাদি সরবরাহ করিতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কিত একটি বিবৃতি-

(অ) পণ্যটি উৎপাদিত হইবার সুনির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকা ;

(আ) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা ক্ষেত্রমত, এলাকায় উৎপাদিত হইবার ফলে পণ্যটিতে নিহিত সুনাম, গুণাগুণ ও অনন্য বৈশিষ্ট্য ;

(ই) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা ক্ষেত্রমত, এলাকা সম্পর্কিত বিশেষ ভৌগোলিক আবহাওয়া, সহজাত প্রাকৃতিক ও মানবিক বিষয়াদি যাহা পণ্যটিকে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে ; এবং

(ঈ) উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎস ;

(খ) যে শ্রেণির পণ্যের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক প্রযোজ্য হইবে উহার নাম ;

(গ) পণ্য উৎপাদনকারী দেশের নির্দিষ্ট যে অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় পণ্যটি উৎপাদিত হয় উহার মানচিত্র ;

(ঘ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যসমূহকে নির্দেশ করে এমন কোন শব্দ বা চিহ্ন ;

(ঙ) নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবিত ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির উৎপাদনকারীগণ সম্পর্কিত বিবরণ ;

(চ) আবেদনকারী কিভাবে আইনের অধীন গঠিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসংঘ, উৎপাদনকারীগণের সংগঠন, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন তৎমর্মে একটি হলফনামা ;

(ছ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য ব্যবহৃত কোন বিশেষ "স্ট্যান্ডার্ড বেঞ্চমার্ক" অথবা উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, তৈরি ইত্যাদি সম্পর্কিত "শিল্প মানদণ্ড" থাকিলে তৎসম্পর্কিত দলিলাদি ;

(জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের মান, গুণাগুণ, মানের ধারাবাহিকতা বা বিশেষত্ব বজায় রাখিবার বা নিশ্চিৎকরণের জন্য পণ্যটির উৎপাদনকারী, কারিগর বা প্রস্তুতকারক কর্তৃক প্রয়োগকৃত পদ্ধতি (mechanism) সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ঝ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকার মানচিত্রের (মানচিত্র প্রকাশকের পদবি, নাম ও ইস্যুর তারিখ উল্লেখক্রমে) তিনটি প্রত্যায়িত কপি ;

(ঞ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট বিশেষ মানবিক দক্ষতা, ভৌগোলিক জলবায়ুর অনন্যতা অথবা অন্যান্য সহজাত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ট) সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদনকারীগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিসংঘ, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা ;

(ঠ) আবেদনে উল্লিখিত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় সংশ্লিষ্ট পণ্যটির ক্ষেত্রে আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন পরিদর্শন ব্যবস্থা থাকিলে উহার বিবরণ ; এবং

(ড) আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য ইতোমধ্যে নিবন্ধিত কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সমনামীয় হইলে, আবেদনাধীন পণ্য ও ইতোমধ্যে নিবন্ধিত পণ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যজ্ঞাপক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ এবং প্রতারণা বা ভোক্তাগণের বিভ্রান্তি রোধে গৃহীত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিবরণ।

৭। কনভেনশনভুক্ত ব্যবস্থার অধীন আবেদন ঃ

(১) কনভেনশনভুক্ত কোন রাষ্ট্রের একজন আবেদনকারী কর্তৃক কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হইলে উক্তরূপ আবেদনপত্রের সহিত কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অফিস যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত একটি সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত সনদপত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিস্তারিত বিবরণসহ আবেদনপত্রটি দাখিলের তারিখ, রাষ্ট্রের নাম, কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে পণ্যটি প্রথম নিবন্ধনের তারিখ এবং মহাপরিচালক কর্তৃক চাহিত অন্যান্য বিষয়াদির বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে নিবন্ধনের আবেদন করিবার সময় উক্তরূপ সনদ উপস্থাপন না করা হয়, সেইক্ষেত্রে আবেদন করিবার ২(দুই) মাসের মধ্যে মহাপরিচালকের সন্তুষ্টি অনুযায়ী আবেদনটি পেশ করিবার তারিখ, উহার রাষ্ট্রের নাম, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিবরণ, আবেদনপত্রে উল্লিখিত শ্রেণি এবং পণ্য সম্বলিত তথ্যাদি প্রত্যয়ন ও সত্যায়নপূর্বক পেশ করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্রটি একই ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য এবং আবেদনপত্রের অধীন সকল অথবা আংশিক পণ্যের জন্য কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে আবেদনকারীর প্রথম আবেদন হইতে হইবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্র হইতে এক বা একাধিক শ্রেণির ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য একটিমাত্র আবেদনপত্র দাখিল করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আবেদন নির্ধারিত ফরমে দাখিল করিতে হইবে।

৮। **আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার ঃ**

(১) আবেদনপত্রের নম্বর ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নাম উল্লেখপূর্বক মহাপরিচালক প্রাপ্তি স্বীকার নিশ্চিত করিবেন।

৯। **যোগাযোগের ঠিকানা ঃ**

প্রতিটি আবেদনপত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় দাখিল করিতে হইবে :

মহাপরিচালক
পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
শিল্প ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৮৮-০২-৯৫৬০৬৯৬
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯৫৫৬৫৫৬
ই-মেইল ঃ dg@dpdt.gov.bd
Web: www.dpdt.gov.bd

ভৌগোলিক নির্দেশক আবেদন নং-৭১

আবেদনের তারিখ : ২০-০৩-২০২৪ খ্রিঃ

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য **"গাজীপুরের কাঁঠাল"** যা শ্রেণি ৩১ এ অন্তর্ভুক্ত, তা নিবন্ধনের জন্য ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২ অনুসারে জার্নালে প্রকাশ করা হলো।

ভৌগোলিক নির্দেশক নাম ঃ **"গাজীপুরের কাঁঠাল"**।

শ্রেণি ঃ ৩১

ক) **আবেদনকারীর নাম** ঃ জেলা প্রশাসক, গাজীপুর।

খ) **ঠিকানা** ঃ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গাজীপুর।

গ) ব্যক্তি/উৎপাদক/ব্যক্তিবর্গ/সংগঠন/উৎপাদকের সংগঠন/সংস্থা/কর্তৃপক্ষের তালিকা ঃ

গাজীপুর জেলায় প্রায় সর্বত্রই কাঁঠাল এর চাষ হয়। তন্মধ্যে চারটি উপজেলা- কাপাসিয়া, শ্রীপুর, কালিয়াকৈর ও গাজীপুর সদর উপজেলায় অধিক পরিমাণ কাঁঠাল চাষ হয়। গাজীপুর জেলায় কাঁঠাল উৎপাদনকারীগণের আংশিক (কাপাসিয়া উপজেলায় ৬৮৪ জন, শ্রীপুর উপজেলায় ৩২০ জন, কালিয়াকৈর উপজেলায় ৩০২ জন এবং গাজীপুর সদর উপজেলায় ৩৮৮ জন) তালিকা প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে তালিকায় আরও উৎপাদনকারীর নাম সংযোজিত হতে পারে।

ঘ) **প্রকার** ঃ এক প্রকার ফল

ঙ) **স্পেসিফিকেশন** ঃ

কাঁঠাল (Jack fruit) এক প্রকার যৌগিক ফল। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Artocarpus heterophyllus* । এটি মেরোসিয়া পরিবারের অর্টোকার্পিয়া গোত্রের সুমিষ্ট গ্রীষ্মকালীন ফল। গাজীপুরের কাঁঠালের স্বাদ, রং ও ঘ্রাণ চমৎকার এবং পুষ্টিতে ভরপুর। এতে আছে থায়ামিন, রিবোফ্লাবিন, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, আয়রন, সোডিয়াম, জিংক, ম্যাঙ্গানিজ। প্রচুর পরিমাণে আমিষ, শর্করা ও ভিটামিন থাকায় তা মানব দেহের জন্য বিশেষ উপকারী। এছাড়াও কাঁঠালে বিদ্যমান আইসোফ্লাভেন্স, এন্টিঅক্সিডেনস্ট ও ফাইটোনিউট্রিয়েন্টস আলসার, ক্যান্সার, উচ্চরক্তচাপ প্রতিরোধে সক্ষম। এর আকৃতিতে রয়েছে ভিন্নতা। কাঁঠাল ছোট, মাঝারী ও বড় বিভিন্ন আকারের হয়ে থাকে। মধ্যম আকারের একটি কাঁঠালের ওজন ৭–১০ কেজি। বড় কাঁঠাল ৪০–৫০ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। প্রতিটি কোয়ার ওজন ৪৫–১০০ গ্রাম হয়ে থাকে। তবে মাঝারী আকারের সবুজ রংয়ের কাঁঠালের শ্বাস নরম, হলুদ, রসালো সুগন্ধযুক্ত এবং মিষ্টতা বেশি। খাজা, গালা এবং দোরসা তিন প্রকার কাঁঠাল উৎপাদন হয় গাজীপুরে।

চ) **ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের বর্ণনা** ঃ

কাঁঠাল খাদ্যমান হিসাবে অতি উত্তম ফল। অনন্য স্বাদ, গন্ধ ও পুষ্টিগুণসম্পন্ন বাংলাদেশের জাতীয় ফল কাঁঠাল সকলের প্রিয়। গাজীপুরে লালমাটি সমৃদ্ধ উচু চালা জমি বিদ্যমান যা কাঁঠাল চাষের জন্য আদর্শ স্থান। ফুল ফোটার সময় ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি বা মার্চ পর্যন্ত। উপবৃত্তাকার থেকে বৃত্তাকার ফলটি একাধিক ফলের ডিম্বাশয়ের ফিউশন থেকে গঠিত একাধিক ফল। অর্থাৎ এটি এক প্রকার যৌগিক ফল। জুলাই থেকে আগস্ট পর্যন্ত সময়কালে পরিপক্ব হয়। আকৃতি ও ওজনে গাজীপুরের কাঁঠাল সবচেয়ে বড়। গাজীপুরকে কাঁঠালের রাজধানী বলা হয়। গাজীপুরে নয় হাজার একশত চব্বিশ হেক্টর জমিতে কাঁঠালের আবাদ রয়েছে। বাৎসরিক উৎপাদন প্রায় দুই লক্ষ ষাট হাজার মেট্রিক টন যার আনুমানিক বাজার মূল্য ২০০ কোটি টাকা। কাঁঠাল খাদ্যমান হিসাবে অতি উত্তম ফল। এতে রয়েছে ৩৩% খাদ্য ও ৬৭% গো-খাদ্য। কাঁচা কাঁঠাল সবজি হিসাবে খাওয়া হয়। পাকা ফল দুধসহ মুড়ি, চিড়া, ভাত ও রুটির সাথে খাওয়া যায়। বর্তমানে কাঁঠাল

প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ করে নানা রকম খাদ্য প্রস্তুত করে বাজারজাত শুরু হয়েছে। এতে বেকারত্ব দূর হওয়াসহ মহিলাদের কর্মসংস্থান ও আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে বড় ধরনের ভূমিকা রাখছে। কাঁঠালের বীচি পুষ্টিকর উত্তম খাদ্য। কাঁঠালের চারা উৎপাদন ও বিপণনকে অনেকে পেশা হিসাবে বেঁছে নিয়েছেন। সম্ভাবনাময় এ খাতে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি বেসরকারী পর্যায়ে উদ্যোক্তাগণ এগিয়ে এলে জাতীয় সমৃদ্ধিতে অসামান্য অবদান রাখতে পারবে। গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলায়- ৩৫৭৩ হেক্টর, গাজীপুর সদর উপজেলায়- ২০৫০ হেক্টর, কাপাসিয়া উপজেলায়- ১৭৬০ হেক্টর, কালীগঞ্জ উপজেলায়- ১১৯১ হেক্টর এবং কালিয়াকৈর উপজেলায়- ৫৫০ হেক্টর সর্বমোট ৯১২৪ হেক্টর কাঁঠালের আবাদ হয়ে থাকে।

ভৌগোলিক নির্দেশকের ছবি

ভাঙ্গা কাঁঠাল

কাঁঠাল ও কোষ

কাঁঠালের কোষ ও বিচি

খোলা বাজারে কাঁঠাল

কাঁঠাল ও কোষ

গাছে কাঁঠাল

ছ) উৎপাদনের ভৌগোলিক এলাকা এবং মানচিত্র

গাজীপুরের ০৫(পাঁচ)টি উপজেলায়ই কাঁঠালের উৎপাদন হচ্ছে। আবাদ ও উৎপাদনের অধঃক্রম অনুসারে শ্রীপুর, গাজীপুর সদর, কাপাসিয়া, কালীগঞ্জ এবং কালিয়াকৈর উপজেলা। জেলার সবচেয়ে বড় কাঁঠালের বাজার শ্রীপুরের জৈনা বাজার। তাছাড়া শ্রীপুরের বরমী, কাপাসিয়ার রাণীগঞ্জ, কালীগঞ্জের জাংগালিয়া, গাজীপুর সদরের ভাওয়াল মির্জাপুর এবং কালিয়াকৈর এর সফিপুরে বসে কাঁঠালের হাট। কাঁঠালের এসব পাইকারী হাটকে কেন্দ্র করে প্রায় চার মাস ধরে দুই থেকে আড়াই হাজার মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়।

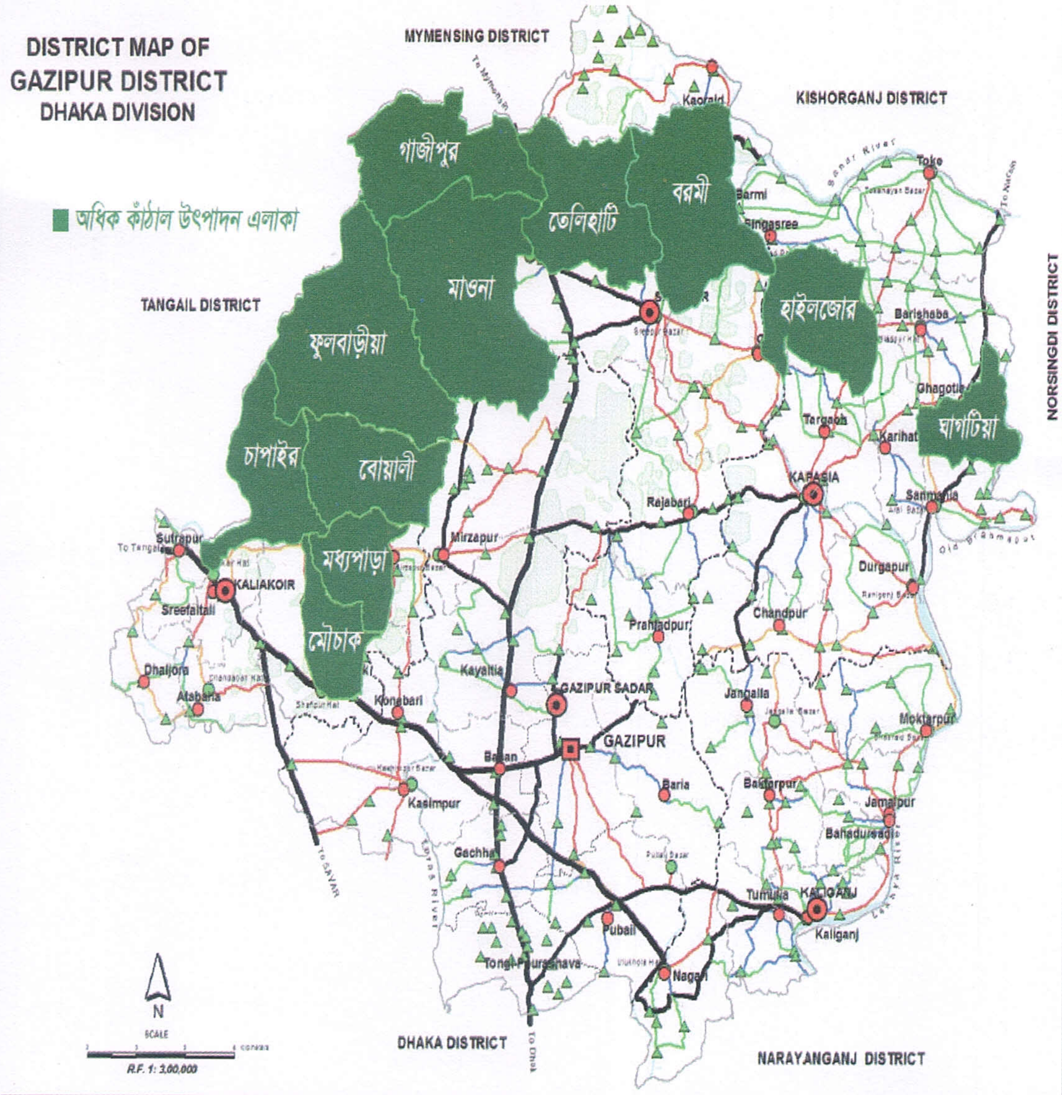

ছবি ১: মানচিত্রে গাজীপুরের কাঁঠাল এর উৎপাদন এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে

জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎসের প্রমাণ (ঐতিহাসিক দলিল)

শতবর্ষের নানান ঐতিহ্যে লালিত সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক জনপদের নাম গাজীপুর। গাজীপুরের ঐতিহ্য হিসাবে কাঁঠালের নাম সর্বজন স্বীকৃত। সুপ্রাচীনকাল থেকে কাঁঠাল এখানকার মানুষের কাছে জনপ্রিয় ফল। কাঁঠালের মৌসুমে কাঁঠাল ছাড়া নাস্তাই হতো না। ভোর বেলায় কাঁঠাল বাগানে পাকা কাঁঠাল পেলে বাগানে বসেই খেয়ে নিত অনেকে। গাজীপুরের মানুষ কাঁঠাল খেতে বেশ পটু। মধ্যম আকারের একটি কাঁঠাল একজনই খেতে পারে। ফার্নিচার তৈরীতে গাজীপুরের কাঁঠাল কাঠের সুনাম রয়েছে দেশজুড়ে। প্রায় ৫০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানে বিভিন্ন বনজ বৃক্ষের সাথে কাঁঠাল গাছের উপস্থিতি এর ঐতিহ্যকে প্রমাণ করে। কেবল মাত্র কাঁঠাল বিক্রয়কে কেন্দ্র করে গাজীপুরে গড়ে উঠেছে বড় বড় কাঁঠালের হাট। শ্রীপুরের জৈনাবাজার বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ কাঁঠালের পাইকারী হাট। শ্রীপুরের জৈনা বাজারে বিভিন্ন জেলা হতে আগত ব্যবসায়ীরা জানান বিগত ৪০ বছর ধরে এই হাট থেকে তারা কাঁঠাল কিনে নেন। বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায়ও এ বিষয়ে বিভিন্ন সময় প্রতিবেদন ছাপানো হয়েছে। স্থানীয় ঐতিহ্য হিসাবে এই কাঁঠাল উঠে এসেছে জেলা ও উপজেলার ব্র্যান্ডিংয়ে। জেলা প্রশাসন, গাজীপুর কর্তৃক প্রকাশিত জেলা ব্র্যান্ডিং বই এর ১৬০ নং পৃষ্ঠায় গাজীপুরের কাঁঠালের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। এই ঐতিহ্য সমুন্নত করতে শ্রীপুর উপজেলা পরিষদের ফটকে স্থাপিত হয়েছে কাঁঠাল ভাস্কর্য। গাজীপুর জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয়ক বইয়ে উঠে এসেছে গাজীপুরের কাঁঠালের কথা। সে তথ্য মতে, গাজীপুর জেলাতে সর্বাধিক উৎপন্ন ফলের নামই কাঁঠাল। এ জেলার কাপাসিয়া, কালিয়াকৈর ও শ্রীপুরে দেশের সর্বাধিক কাঁঠাল উৎপন্ন হয়। দেশের সর্বপ্রথম কাঁঠাল প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় গাজীপুরের সার্ডিতে, ২০০০ সালে। সেখানে সর্ববৃহৎ কাঁঠালটি ছিল ৮০ কেজি ওজনের। এছাড়াও গাজীপুরের ইতিহাস ঐতিহ্য নিয়ে বিশেষ গানেও কাঁঠালের কথা উঠে এসেছে।

“ঢাকুরাই বিলেতে গেলে গাজীপুরের কাঁঠাল খেলে
ভরবে তোমার মন”
গীতিকার ও সুরকার: মোশারফ হোসেন কায়েস

তাছাড়া বিভিন্ন কাঁঠাল চাষীদের স্বাক্ষাতকারে জানা যায় তাদের পূর্বপুরুষেরা এই কাঁঠাল উৎপাদনের সাথে জড়িত ছিল এবং অত্র এলাকায় ঐতিহ্য হিসাবে প্রাচীনকাল থেকেই অন্যতম এই কাঁঠাল ফল।

নিম্নোক্ত গ্রন্থ ও প্রকাশনাসমূহে গাজীপুরের কাঁঠাল এর উৎসের প্রমাণ [ঐতিহাসিক দলিলাদি] পাওয়া যায় :

(১) জেলা ব্র্যান্ডিং বই, গাজীপুর; পৃষ্ঠা নং: ১৬০।

(২) গাজীপুর জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য; ফরিদ আহম্মদ, পৃষ্ঠা নং: ৭৯।

(৩) কৃষিকথা, বিশেষ সংখ্যা, আষাঢ় ১৪২৫, কৃষিবিদ মোঃ আবু সায়েম।

(৪) ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান পরিচিতি, বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, বন অধিদপ্তর, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

(৫) দৈনিক প্রথম আলো, ১২ জুন ২০২২।

(৬) যুগান্তর ২৭ জুন ২০২২।

(৭) বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা, ২১ জুন ২০২৩।

কাঁঠাল ভাস্কর্য

ঝ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎপাদন পদ্ধতি

উৎপাদন পদ্ধতি ঃ চারা তৈরি- সাধারণত কাঁঠালের বীজ থেকেই চারা তৈরি করা হয়। ভাল পাকা কাঁঠাল থেকে পুষ্ট বড় বীজ বের করে ছাই মাখিয়ে ২/৩ দিন ছায়ায় শুকিয়ে বীজতলায় বপন করলে ২০-২৫ দিনে চারা গজাবে। ২/৩ মাসের চারা সতর্কতার সাথে তুলে মূল জমিতে রোপণ করতে হয়। এছাড়া গুটি কলম, ডাল কলম, চোখ কলম, চারা কলম এর মাধ্যমেও চারা তৈরি করা যায়।

চারা রোপণ ঃ ষড়ভূজী পদ্ধতিতে সুস্থ সবল ও রোগমুক্ত চারা বা কলম মধ্য জ্যৈষ্ঠ থেকে মধ্য শ্রাবণ মাসে রোপণ করতে হয়। গাছ ও লাইনের দূরত্ব ১২ মিটার করে রাখা দরকার।

উপযুক্ত জমি ও মাটি ঃ পানি দাঁড়ায় না এমন উঁচু ও মাঝারি সুনিষ্কাষিত উর্বর জমি কাঁঠালের জন্য উপযোগী।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ রোপণের সময় প্রতি গর্তে গোবর ৩৫ কেজি, টিএসপি সার ২১০ গ্রাম, এমওপি সার ২১০ গ্রাম প্রয়োগ করতে হয়। তবে বয়স বাড়ার সাথে সাথে প্রতি গাছের জন্য সারের পরিমাণ বৃদ্ধি করা দরকার।

সেচ ও আগাছা ব্যবস্থাপনা ঃ চারা/কলমের তাড়াতাড়ি বাড়বাড়তি হওয়ার জন্য পরিমিত ও সময় মতো সেচ প্রদান করা দরকার।

রোগবালাই ব্যবস্থাপনা ঃ

কাঁঠাল পচা রোগ ঃ এক ধরনের ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়। এ রোগের আক্রমণে কচি ফলের গায়ে বাদামি রঙের দাগের সৃষ্টি হয় এবং শেষ পর্যন্ত আক্রান্ত ফল গাছ থেকে ঝড়ে পড়ে।

প্রতিকার ঃ গাছের নিচে ঝড়ে পড়া পাতা ও ফল পুড়ে ফেলতে হয়। বর্দোমিক্সার/ ফলিকুর ছত্রাকনাশক ০.০৫% হারে পানিতে মিশিয়ে গাছে ফুল আসার পর থেকে ১৫ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করা দরকার।

মুচিঝরা রোগ ঃ ছত্রাকের আক্রমণের কারণে ছোট অবস্থাতেই কালো হয়ে ঝড়ে পড়ে।

প্রতিকার ঃ ডাইথেন এম ৪৫ অথবা রিডোমিল এম জেড ৭৫, প্রতিলিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম করে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

ফসল তোলা ঃ ডিসেম্বর-মার্চ মাসে ফুল আসে। রোপণের ৭-৮ বছর পরেই ফল ধরা শুরু হয়। ফল পাকতে ১২০-১৫০ দিন সময় লাগে। সাধারণত জ্যৈষ্ঠ- আষাঢ় মাসে কাঁঠাল সংগ্রহ করা হয়।

ঞ) অনন্য বৈশিষ্ট্য

গাজীপুরের কাঁঠালের রং, স্বাদ ও ঘ্রাণে অনন্য সাধারণ। কোয়া হলুদ রংয়ের, নরম ও মিষ্টতা বেশি। বিভিন্ন আকৃতির হওয়ায় পরিবারের চাহিদা অনুযায়ী ক্রয় করা যায়। সাধারণত কাঁঠালের সকল জাতগুলোতে যে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয় তার প্রত্যেক শ্রেণীর কাঁঠালই গাজীপুরে হয়ে থাকে। তার মধ্যে "খাজা" কাঁঠাল এর কোষগুলো আকারে বড় হয়। ফ্যাকাশে হলুদ ও কচকচে স্বাদের। কাঁঠাল পাকার পরও সবুজাভ থাকে। গাজীপুরে "গালা/রসা" শ্রেণীর কাঁঠাল কোমল, মিষ্টি ও রসালো এবং অপেক্ষাকৃত ছোট কোয়া হয়। আবার "দোরসা" শ্রেণীর কাঁঠালটি গালা ও খাজা কাঁঠালের মাঝামাঝি বৈশিষ্ট্যের হওয়ায় এটিও অনেক জনপ্রিয়। যারা কচকচে স্বাদের কাঁঠাল পছন্দ করেন তাদের কাছে খাজা কাঁঠাল জনপ্রিয়। পাশাপাশি রসা ও দোরসা কাঁঠালও সমান জনপ্রিয়। তাই দেশজুড়ে সমাদৃত গাজীপুরের কাঁঠাল।

ট) ব্যবহারকাল

প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় উপমহাদেশে বিশেষত বাংলাদেশ ও তার পার্শবর্তী এলাকাসমূহ কাঁঠালের উৎপত্তিস্থান। তবে জাতীয় ফলের মর্যাদা লাভের অন্যতম কারণ হলো এদেশের আবহাওয়া কাঁঠালচাষে খুবই উপযোগী। তাই প্রাকৃতিকভাবেই সুপ্রাচীনকাল হতে প্রায় ১৫০০ বছর পূর্বে বাংলাদেশের গাজীপুর (পূর্বের ভাওয়াল পরগনা) জেলায় কাঁঠাল একটি জনপ্রিয় ফল হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

ঠ) বাণিজ্যিক এলাকা

গাজীপুরে উৎপাদিত কাঁঠাল দেশের অভ্যন্তরে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় বিক্রয় করে আসছে। তাছাড়া বহির্বিশ্বে ইংল্যান্ড, জার্মানী, ফ্রান্স, ইটালী, বেলজিয়াম সুইজারল্যান্ড, ডেনমার্ক, মাল্টা, গ্রীস, নেদারল্যান্ড, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, আয়ারল্যান্ড, পর্তুগাল, সোয়াজিল্যান্ড মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হয়ে আসছে। ২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে গাজীপুর এর শ্রীপুর ও কাপাসিয়া উপজেলা থেকে যথাক্রমে ৩০০ মে.টন এবং ৪০০ মে.টন মোট ৭০০ মে.টন কাঁঠাল রপ্তানী হয়েছে। কয়েকজন স্থানীয় উদ্যোক্তা কাঁঠাল প্রক্রিয়াজাত করে কাঁঠালের বার্গার, চিপস, আচার, পালপ ইত্যাদি তৈরী করে রাজধানীর বিভিন্ন সুপারশপসহ স্থানীয়ভাবে বাজারজাত করছেন।

ঠ) পরিদর্শন কর্তৃপক্ষ ঃ

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।

ড) তথ্যসূত্র

(১) জেলা ব্র্যান্ডিং বই, গাজীপুর; পৃষ্ঠা নং: ১৬০।

(২) গাজীপুর জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য ; ফরিদ আহম্মদ, পৃষ্ঠা নং: ৭৯।

(৩) কৃষিকথা, বিশেষ সংখ্যা, আষাঢ় ১৪২৫, কৃষিবিদ মোঃ আবু সায়েম)।

(৪) ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান পরিচিতি, বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, বন অধিদপ্তর, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

(৫) স্বাদে অনন্য শ্রীপুরের কাঁঠালের খ্যাতি দেশ-বিদেশে, দৈনিক প্রথম আলো, ১২ জুন ২০২২।
স্বাদে অনন্য শ্রীপুরের কাঁঠালের খ্যাতি দেশ-বিদেশে - প্রথম আলো

(৬) শ্রীপুরের কাঁঠাল স্বাদ মিষ্টিতে অনন্য, যাচ্ছে বিদেশেও, যুগান্তর ২৭ জুন ২০২২,
শ্রীপুরের কাঁঠাল স্বাদ মিষ্টিতে অনন্য, যাচ্ছে বিদেশেও

(৭) বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা, ২১ জুন ২০২৩ (গাজীপুরে জমে উঠেছে কাঁঠালের বাজার)।
গাজীপুরে জমে উঠেছে কাঁঠালের বাজার। জাতীয়

(৮) Mondal, M.F 2000. Production and Storage of Fruits (in Bangla). Published by Mrs. Afia Mondal.BAU Campus. Mymensingh 2202. Pp 312.

(৯) Witherup, C., Zuberi, M.I., Hossain, S. et al. Genetic Diversity of Bangladeshi Jackfruit (Artocarpus heterophyllus) over Time and Across Seedling Sources. Econ Bot 73, 233-248 (2019). http://doi.org/10.1007/s12231-019-09452-5

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস-সিডিপি শাখা-খ-২৫৩২/২৩-২৪/শিল্প-০৭-০৮-২০২৪-১৫০ বই।

LIST OF AGENTS

1. Messrs Book Syndicate,
   157, Government New Market, Dhaka.

2. Messrs Warshi Book Corporation,
   14, Bangabandhu Avenue, Dhaka.

3. Bangladesh Co-operative Book Society,
   150, Government New Market, Dhaka.

4. Messrs K.R. & Co.,
   73, Abul Hassnat Road, Dhaka.

5. Bangladesh Subscription Service,
   64, Purana Paltan, Dhaka.

6. Messrs Mohiuddin & Sons,
   143, Government New Market, Dhaka.

7. Messrs Hasanat Library,
   4, N. S. Road, Kushtia.

8. Messrs Current Book Stall,
   Jessore Road, Khulna.

9. Messrs Current Book Mohal,
   Jalsa Cinema, Jubilee Road, Chittagong.

10. Messrs Khoshroj Kitab Mohal,
    15, Bangla Bazar, Dhaka.

11. Messrs New Front Bipani Bitan,
    New Market, Chittagong.

For official use only

Printed by: Dr. Mohammad Mofizur Rahman, Deputy Director (Deputy Secretary)
Government Printing Press, Tejgaon, Dhaka.
Published by: Md. Nazrul Islam, Deputy Director (Deputy Secretary)
Bangladesh Forms and Publication Office, Tejgaon, Dhaka.